তফসিলি জাতির জন্য কোটা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট না করলে কেন্দ্রের অর্থ মিলবে না, আমুকে হুঁশিয়ারি

আলিগড়, ৪ জুলাই: তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট না করলে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (আমু) কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বুধবার এনসিএসসি অর্থাৎ ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউল কাস্টের চেয়ারপার্সন রামশঙ্কর ক্যাথেরিয়া এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ক্যাথেরিয়ার দাবি, কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছে, কেন তারা সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির জন্য যে সংরক্ষণ প্রথা চালু আছে তা মেনে নিচ্ছে না। এই সংরক্ষণ প্রথা মেনে না নেওয়ার অর্থ যে সংবিধানকে অস্বীকার করা সে কথাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দিয়েছেন ক্যাথেরিয়া।

রীতিমতো কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে এনসিএসসি-র চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, কমিশনের চিঠি পাওয়ার এক মাসের মধ্যে আমু যদি তাদের অবস্থান স্পষ্ট না করে তবে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। গত সপ্তাহের শেষে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের একটি দাবিকে কেন্দ্র করে। যোগী দাবি করেন, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ প্রথা চালু করতে হবে। তখনই সিঁদুরে মেঘ দেখে আমু কর্তৃপক্ষ। কারণ প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই বিতর্ক শুরু হয়ে যায় বিষয়টিকে ঘিরে। আলিগড় থেকে লোকসভার সাংসদ সতীশ গৌতম আমুর উপাচার্য অধ্যাপক মনসুরকে বিষয়টি চিঠি লিখে জানিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

প্রসঙ্গত, ক্যাথেরিয়া কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রকের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী। কাজেই এনসিএসসি-র চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। তিনি বুধবার স্পষ্ট জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা চলছে তাতে এনসিএসসিও একটি পক্ষ হিসেবে যোগ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আমু সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। ইউপিএ সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি পক্ষ হিসেবে আমুর দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু মোদী পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই ইস্যুতে একেবারে বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। এই সরকার আমুর দাবি খারিজ করে শীর্ষ আদালতে একটি হলফনামাও জমা দিয়েছে।

তফসিলি জাতি-উপজাতি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের মধ্যে বুধবার এই বিষয়ে একটি বৈঠক হয়। আমুর কার্যকরী উপাচার্য অধ্যাপক তাবাসুম সাহাব এই বৈঠকে যোগ দেন। প্রথমে কথা ছিল উপাচার্য তারিখ মনসুর বৈঠকে যাবেন। কিন্তু তিনি আলিগড়ে না থাকায় তাবাসুম সাহাব সেই দায়িত্ব পালন করেন। এদিকে আমুর উপাচার্য তারিখ মনসুরের সঙ্গে সাংবাদিকরা টেলিফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেছেন, 'সাংবিধানিক সব দায়দায়িত্ব মেনে চলে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। সংবিধানের ৩০ ধারাকে কর্মীয় ও ভাষাভাষী সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।'

মনসুর আরও বলেন, সংবিধানে ১৫(৫) ধারাতেও সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৩০ ধারার অধীনে কোটা ব্যবস্থা চালু করার থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্ট আমুকে সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৮১'র আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী আইন অনুসারে চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশে স্থির হয়েছে, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে শীর্ষ আদালত। উপাচার্যের মতে, 'শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর কার্যত আমু কর্তৃপক্ষের হাত-পা একেবারে বাঁধা। যদি কমিশনের নির্দেশ তাদের মেনে চলতে হয়, তবে তাও তারা শীর্ষ আদালতকে জানিয়ে দেবেন।'

বেশ কিছুদিন ধরেই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণ কোটা নিয়ে হইচই শুরু করেছে আরএসএস ও বিজেপি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য কোটা ব্যবস্থা চালু নেই, সেহেতু তা চালু করতে রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন আমু কর্তৃপক্ষ।

দেশের স্বার্থেই মোদী সরকারকে সরানো উচিত : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: 'মোদী হঠাও, দেশ বাঁচাও' আওয়াজ তুলল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মূলত তাঁর বিরোধিতার ভিত্তিতেই বিরোধী দলগুলি যে ঐক্য গড়ে তুলছে, তার নিন্দা করার পরই এই আওয়াজ তুলল কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা আনন্দ শর্মা বুধবার বলেছেন, তিক্ততা ছড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। আর এজন্য মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছেন। কংগ্রেসকে তিনি একেবারে ব্যক্তিগত শত্রু বলে মনে করেন। সরকার ভুল করলে তার বিরোধিতা বিরোধী দলগুলো করবেই বলে মন্তব্য করেছেন শর্মা।

বিরোধী দলগুলি ভুল নীতি অনুসরণের জন্য সরকারের বিরোধিতা করে থাকে দাবি করে শর্মা বলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে অহরহ খগড়া বাধানোর ক্ষেত্রে মোদীর নীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাঁর প্রশ্ন, বিরোধীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে কংগ্রেসের কাছ থেকে তিনি কী আশা করেন? তিনি কি চান বিরোধী দলগুলি সরকারের ত্রুটিগুলি দেখেও মুখ বন্ধ করে থাকবে? শর্মার বিস্মিত উক্তি, প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে, বিরোধীরা একজোট হয়ে তাঁর পিছনে লেগেছে। ভাবতে অবাক লাগে, প্রধানমন্ত্রী এখন নিজেকে দেশ বা জাতি হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারকে পরাস্ত করা এখনই উচিত। দেশের স্বার্থেই এই সরকারকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। দেশের স্বার্থেই এই অপসারণ প্রয়োজন। এই চেষ্টার মধ্যে ভুল কিছু নেই। কাজেই সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলগুলি এরকম চেষ্টা করতেই পারেন। শর্মার দাবি, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই জোট জাতীয় স্বার্থে গড়ে ওঠেনি। বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সেকরম কোনও সার্টিফিকেট চান না বলেও দাবি প্রবীণ কংগ্রেস নেতার। তাঁর আরও দাবি, প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কেউ কথা বলতেই চায় না। কিন্তু দেশের স্বার্থেই তাঁর সরকারকে ফেলে দিতে সবাই আগ্রহী।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিজেপি জোটের প্রধান হিসেবে নরেন্দ্র মোদী একগাদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এইসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম ছিল তাঁর সরকার কখনওই জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করবে না। কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটছে। নরেন্দ্র মোদী যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কার্যত তার কোনওটাই রাখেননি। আমাদের তাঁর উপদেশের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই তাঁর দেওয়া সার্টিফিকেটের। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদী নানারকম মিথ্যে বড়াই করেছিলেন। এখন সে সবই শেষ। শর্মার অভিযোগ, মোদী সরকারের আমলে শিশু ও মহিলাদের উপর অত্যাচার বাড়ছে। বাড়ছে গো-হত্যার অভিযোগে সম্ভবদ্ধ আক্রমণ। এই যদি হয় ভাল শাসনের বা সু-প্রশাসনের নমুনা, তাহলে খারাপ শাসন কাকে বলা হবে এই প্রশ্নও তুলেছে বিরোধী দলগুলি তথা কংগ্রেস।

ফিরোজাবাদে আরএসএস কর্মীকে গুলি করে হত্যা

ফিরোজাবাদ, ৪ জুলাই: উত্তর প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীরা যখন প্রতিদিন অভিযোগ করছে, ঠিক সেই সময়ই ফিরোজাবাদে আরএসএসের এক কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হল। ওই কর্মীর নাম সন্দীপ শর্মা। আরএসএস এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা বাইকে করে এসেছিল। পুলিশ তাদের অনুসন্ধান শুরু করলে এখনও পর্যন্ত কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে আগ্রা জোনের ইন্সপেক্টর জেনারেল রাজা শ্রীবাস্তব আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, দুষ্কৃতীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করবে পুলিশ। ইতিমধ্যেই উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। তবে দুষ্কৃতীদের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

উত্তর প্রদেশের বাইরাইচে প্রবল বর্ষণে বাড়ছে ঘাঘরা নদীর জল।

সৎ বাবার ধর্ষণ নাবালিকাকে

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: নাবালিকা মেয়েকে প্রায় নিয়মিত ধর্ষণ করায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে সে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী দিল্লিতে। ওই ব্যক্তি তাঁর আরও একটি সৎ মেয়েরও প্রায় প্রতিদিন শ্লীলতাহানি করত বলে জানা গেছে। মেয়ে দু'টির মা তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর বিয়ে করেছিলেন ৩৮ বছরের এই ব্যক্তিকে। প্রথম স্বামী ছিলেন মদ্যপ। সে তাঁকে নিয়মিত নিগ্রহ করত। প্রথম স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে ওই মহিলা দুই মেয়েকে নিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে নতুন করে সংসার পেতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাটার পরই তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে, দ্বিতীয় স্বামীও ওই মহিলাকে মারধর করত। মেয়েদের সামনে মারধর খেয়েও কখনও তিনি মুখ খোলেননি। তবে সোমবার রাতে তিনি দেখেন, তাঁর ১৪ বছরের ছোট মেয়ে ঘরে বসে কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করায় সব কথা মাকে খুলে বলে মেয়েটি। সে অভিযোগ করে, সৎ বাবা তাকে হুমকি দিয়ে বলেছিল, এ ব্যাপারে যেন মাকে কিছু না জানানো হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ওই কিশোরীর বছর ২০'র দিদিকে তার বাবা নিয়মিত শ্লীলতাহানি করত। তবে সেই মেয়েটি সে সময় পুলিশে অভিযোগ করায় সৎ বাবার হাজতবাস হয়। জেল থেকে ফেরার পর স্ত্রীকে বুঝিয়ে ফের তাঁর সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে সে। সম্প্রতি একদিন স্ত্রী বাড়িতে ছিল না। সেই সুযোগে ছোট মেয়েকে ধর্ষণ করে সৎ বাবা। কিন্তু বাড়ি ফিরলে মাকে কিছু জানাতে পারেনি মেয়েটি। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার পরই সে মাকে সব কথা জানায়।

গো-রক্ষক ও গো-মাংস বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি আরএসএসের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) নেতা রাকেশ সিনহা মঙ্গলবার গো-রক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে গো-মাংসের যারা ব্যবসা করেন, তাদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন। আরএসএস নেতা সাফ জানিয়েছেন, তারা কখনওই গো-রক্ষার নামে হিংসা বরদাস্ত করেন না। উদার গণতন্ত্রে এ ধরনের হিংসার কোনও জায়গাও নেই বলে দাবি করেছেন রাকেশ।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ আরও দুই বিচারপতিকে নিয়ে তৈরি বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়েছে, গো-রক্ষা বা শিশু অপহরণের গুজবে কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারবেন না। সেরকম হলে যে হিংসা সৃষ্টি হবে তা থামাতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকেই। শীর্ষ আদালতের রায়ে কেন্দ্র স্বস্তি পেলেও আরএসএস নেতারা অত সহজে বিষয়টি মেনে নিতে চাননি। তাই আরএসএস নেতা রাকেশ সিনহা বুধবারই সাফ জানিয়ে দেন, শুধু গো-রক্ষকদের বিরুদ্ধে নয়, সামাজিক হিংসা সৃষ্টির জন্য গো-মাংস বিক্রেতাদের বিরুদ্ধেও এখন থেকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাকেশের থেকে আরও একধাপ ওপরে উঠে আরএসএস নেতা মোহন ভাগবত বলেছেন, গো-রক্ষকদের সঙ্গে গরু পাচারকারী এবং গো-মাংস বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ মুক্ত গণতন্ত্রে হিংসা কোনওমতে বরদাস্ত করা হয় না। কেউই হিংসাকে সমর্থন করে না। আরএসএস এ ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে সব সময়ই ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে। আরএসএস গরু পাচারকারী এবং গো-মাংস বিক্রেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষপাতী।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র সহ আরও দুই বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ মঙ্গলবার স্পষ্ট জানায়, গো-রক্ষার নামে কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারবেন না। প্রতিটি রাজ্যকে এই ঘটনার মোকাবিলা করতে হবে। ধর্ম ও বিভিন্ন শ্রেণির বিরুদ্ধে যে কোনওরকম হিংসা দেখা দিলে রাজ্য সরকারগুলিকেই তার মোকাবিলা করতে হবে। তবে সুপ্রিম কোর্ট শুধু আরএসএসকেই গো-রক্ষার নামে হিংসার জন্য পরোক্ষে দায়ী করলেও ওই সংগঠনের তরফে পাল্টা জবাবে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শুধু গো-রক্ষকরাই নন, গো-পাচারকারী এবং গো-মাংস বিক্রেতারাও সামাজিক হিংসা সৃষ্টির জন্য দায়ী। তাদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কেন্দ্র বা কোনও বিজেপি শাসিত সরকারই মুখ খোলেনি।

উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টি, মুসৌরির কেমটি জলপ্রপাতের কাছে নামল ধস

মুসৌরি, ৪ জুলাই: উত্তরাখণ্ডে মুসৌরিতে কেমটি জলপ্রপাতের কাছে প্রবল বৃষ্টিতে ধস নেমেছে। পর্যটকদের সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ করে সতর্কবার্তা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। কারণ যেখানে ধস নেমেছে, সেই অঞ্চলটি ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে পরিচিত।

দিল্লিতে আবহাওয়া দফতর বুধবারই উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বর্ষণের সতর্কতা জারি করে। বিশেষ করে, যেসব অঞ্চল কুমায়ুন রেঞ্জের কাছাকাছি সেই অঞ্চলগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়। এই সতর্কবার্তা জারির পরই সমগ্র প্রশাসন এই অঞ্চলের উপর নজর রেখেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়, নৈনিতাল, চম্পাওয়াত, উধম সিং নগর, দেহরাদুন, হরিদ্বার এবং পউরি জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এইসব অঞ্চলে বেশ কিছুটা জায়গায় ধস নেমেছে। রাস্তার উপর পাহাড় থেকে ধস নামায় আটকে যায় গাড়িগুলি। ফলে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আটকে যান পর্যটকরাও। পরে অবশ্য ধস সরিয়ে ওই রাস্তা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত করা হয়। এদিকে পিথোরাগড় জেলার মুন্সিয়ারি অঞ্চলের মাদকোটে ধস নেমেছে, এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলেই হরকোটে গুমনি নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যান কিষান রাম (৩৫) নামে আরও এক ব্যক্তি। এছাড়া ধস নেমে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। উত্তরাখণ্ড সরকার ধস নামার খবরে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে কেরলে স্কুল-কলেজ বন্ধ

তিরুবনন্তপুরম, ৪ জুলাই: কেরল ছাত্র ইউনিয়ন বুধবার রাজ্যজুড়ে শিক্ষা বন্ধের ডাক দেয়। ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জের বিরুদ্ধে এই বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যরা মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে রাজ্যের সচিবালয়ের দিকে মিছিল করে যায়। পুলিশ সে সময় তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। ছাত্রদের আটকাতে না পেরে তাদের বাগে আনতে শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদেই বুধবার কেরলে রাজ্যব্যাপী স্কুল-কলেজ বন্ধের ডাক দেয় ছাত্র ইউনিয়ন। কেএসইউ সদস্যরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ের দিকে মিছিল করে। এইসব দাবিদাওয়ার মধ্যে অন্যতম ছিল কোরিয়ারাম মেডিক্যাল কলেজে যেভাবে বেতন বাড়ানো হয়েছে, তা কমানোর জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ। এছাড়া জেসনা মারিয়া জেমস নিখোঁজ মামলায় তারা সিবিআইয়ের তদন্ত দাবি করে। কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের পদগুলি দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। ওই পদগুলি পূরণের জন্যও দাবি জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ সচিবালয়ে পৌঁছনোর অনেক আগেই তাদের পথরোধ করে।

ছাত্ররা পুলিশের কথা শুনতে না চাইলে তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে কেএসইউয়ের রাজ্য সভাপতি কে এম অভিজিৎ, সাধারণ সম্পাদক নাবিল কাজামবলম ও আরও ১০ জন ছাত্র অল্পবিস্তর আহত হয়।

ক্যান্সার ধরা পড়ল অভিনেত্রী সোনালি বেন্দ্রে'র

মুম্বই, ৪ জুলাই: ক্যান্সার ধরা পড়ল বলিউড অভিনেত্রী সোনালি বেন্দ্রের। বুধবার নিজেই তিনি ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘ পোস্টে জানিয়েছেন, তাঁর হাইগ্রেড ক্যান্সার ধরা পড়েছে। শরীরে ছড়িয়েও পড়েছে এই রোগ। তবে আগে তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনালি লিখেছেন, জীবনে অনেক সময়ই অত্যন্তাশিত কঠিন সংকটের মুখে পড়তে হয়। সামান্য যন্ত্রণার জন্য কিছু পরীক্ষা করাতে হয়, আর সেই পরীক্ষাতেই রোগটি ধরা পড়ে। পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

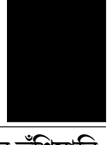

NOTICE INVITING e-TENDER

No. e-tender-DB/CD/DP/ 2018/2652 Diglipur, dated: 27/06/2018

The Executive Engineer, Construction Division, APWD, Diglipur invites on behalf of the President of India sealed item rate e-tenders for the following work:-

1. NIT No. 28/EE/CD/DP/ 2018-19 Name of work:- Construction of Fire Station Building at Kalighat. Sw:- Site Development. Estimate cost: ₹ **58,66,491/- Earnest Money: ₹ 1,17,330/- & time of completion: 12 months. (Tender ID: APWD 696.....).** The e-tender form and other details can be downloaded from the wrbsite. The last date of bid submission will be **20-07-2018** upto **15:00** hours. Other details/ information can be seen on website www.and.nic.in and eproc.and.gov.in.

Sd/-

2563/18 **EE, CD, APWD, Diglipur**

২০১৭ সালের ত্রিপুরা পুলিশ কনস্টেবলের ইন্টারভিউতে পাস করেছিল এই যুবকেরা। নিয়োগপত্রের দাবিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসে তারা।

মুম্বইয়ে বৃষ্টি অব্যাহত, আরও ১টি ব্রিজ ভেঙে পড়ার হুঁশিয়ারি

মুম্বই, ৪ জুলাই: মুম্বইবাসীর বুধবার ঘুম ভাঙে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে। আরও একটি বর্ষণসিক্ত দিন কারও কারও কাছে আনন্দের হলেও মুম্বইয়ের অধিকাংশ মানুষই এই বৃষ্টিতে অসহায় হয়ে পড়েন। কারণ প্রবল বৃষ্টির ফলে শহরের অধিকাংশ অঞ্চলেই প্রায় বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সড়ক ও রেল চলাচলের উপরও এর প্রভাব পড়েছে। প্রবল বৃষ্টির ফলে মুম্বই শহরের অধিকাংশ জায়গাতেই লোকাল ট্রেনগুলি অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে।

বৃহন্মুম্বই পুরনিগম আশ্বাস দিয়েছিল, চলতি বছরে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। কারণ সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি কার্যত বিফলে গিয়েছে। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও মুম্বইবাসীকে প্রবল বৃষ্টিতে অসহায়ের মতো দিন কাটাতে হচ্ছে। অধিকাংশ মুম্বইবাসীর অভিযোগ, অন্য বছরের থেকে এ বছরের পরিস্থিতির পার্থক্য ঘটেনি।

এদিকে গতকাল আন্ধেরিতে রেল ওভারব্রিজ ভেঙে পড়ার পর পুলিশের তরফে গ্র্যান্ড রোড স্টেশনে আরও একটি ব্রিজে ড়িড় ধরা নিয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। মুম্বই পুলিশ ট্যুইট করে সমস্ত মানুষকে এ নিয়ে সতর্ক করেছেন। গাড়ি চলাচল নানা চক থেকে কেনেডি ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গতকাল একটুর জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে একটি লোকাল ট্রেন। নতুন করে যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেজন্য মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ওই ব্রিজের উপর।

মঙ্গলবার প্রবল বৃষ্টির ফলে আন্ধেরি স্টেশনের কাছে রেলের ওভারব্রিজ ভেঙে পড়ায় সেখানে আপাতত গাড়ি চলাচল বন্ধ। ওই ঘটনায় ৬ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দু'জনকে ভেঙে পড়া ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল রেলের সেফটি কমিশনারকে ব্রিজ ভেঙে পড়ার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মন্ত্রী নিজেও দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, গোখেল ব্রিজ নামে পরিচিত ভেঙে পড়া সেতুটি আন্ধেরি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করত।

প্রবল বৃষ্টির ফলে মুম্বইয়ে ডাব্বা পরিষেবাও ব্যাপকভাবে ধাক্কা খেয়েছে। এছাড়া আন্ধেরির বিভিন্ন জায়গায় পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে ডাব্বাওয়ালাদের। এদিকে রেল কর্তৃপক্ষ সেফটি অডিটের নির্দেশ দিয়েছে আগামী ৬ মাসের মধ্যে।